দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

112

বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকের অভাব

প্রাথমিকশিক্ষা ব্যাহত—

দেশের কয়েকটি স্থানে শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা রাঙ্গামাটি থেকে জানান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরসহ পাঁচটি থানায় ৪৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘদিন আগে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এসব স্কুল বন্ধ রয়েছে। ক'দিন আগে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে জেলা প্রাথমিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন কমিটির এক সভায় উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এয়ার মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অচিরেই যেসব স্কুল বন্ধ রয়েছে, তার যথাযথ কারণ খুঁজে বের করার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।

অপর এক তথ্যে জানা যায়, জেলার আটটি থানায় ১ হাজার ৮৯ জন শিক্ষকের মধ্যে বর্তমানে ৬৬ জন শিক্ষকের পদশূন্য এছাড়া, ৯৩ জন শিক্ষক ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে শরনার্থী শিবিরে অবস্থান করছে। জেলায় বন্ধ স্কুলগুলোর মধ্যে রামগড় থানায় ৯টি, খাগড়াছড়ি সদরে ২টি, মাটিরাঙ্গা থানায় ৬টি, লক্ষীছড়ি থানায় ২টি, দীঘিনালায় ২১টি, এছাড়াও প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষক তদবীরের মাধ্যমে ডেপুটেশনে থাকায় এ সংকট বেড়ে গেছে।

নীলফামারী

নিজস্ব সংবাদদাতা নীলফামারী থেকে জানান, নীলফামারী সদর থানার ১৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক সংকট চলছে। এক একটি বিদ্যালয় দু'জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

প্রতিটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ থেকে ৭ জন শিক্ষক থাকার নিয়ম থাকলেও এসব বিদ্যালয়ে দু'জনকরে শিক্ষকরয়েছেন।

কিশোরগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা কিশোরগঞ্জ থেকে জানান, জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে, জেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ ২৭২টি কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং এর তদারকিকর্ম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট অফিস সূত্রে জানা গেছে, কিশোরগঞ্জে দীর্ঘদিন যাবত জেলা প্রাথমিক শিক্ষাকর্মকর্তাসহ তিনজন থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১১ জন সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, ১২০টি প্রধান শিক্ষক ও ১৩৮টি সহকারী শিক্ষকের পদশূন্য রয়েছে।